তারিখ ... 1 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইনকিলাব

ছাত্রলীগকে রুখতেই হবে

শিক্ষাক্ষেত্রে গত ক'বছরে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির অব্যাহত চেষ্টা, প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার ও বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যথাসময়ে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন-অগ্রগতি হতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমেই জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এটা প্রমাণিত যে, একজন শিক্ষিত শ্রমিকের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা অন্ততঃ সাতজন অশিক্ষিত শ্রমিকের সমান। জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত ও উচ্চ উৎপাদনশীল জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার ছাড়া ত্বরান্বিত হতে পারে না। এই বিবেচনা থেকেই সরকার শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে সবচেয়ে বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যে সব অধ্যায় সূচিত হয়েছে, তার পেছনে উদ্যমী শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক্ষেত্রে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছেন। ক'দিন আগে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে তার সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেছেন যে, শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপগুলো জাতিকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করবে। ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষাদান, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মেধাবীদের সহায়তাদানের মাধ্যমে সমাজের গুণগত পরিবর্তন আনার পাশাপাশি সমাজকে জ্ঞান-ভিত্তিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে গৃহীত সরকারের উদ্যোগ ও পদক্ষেপসমূহ বলা বাহুল্য, সর্বমহলেই প্রশংসা লাভ করেছে। আশা করা যায়, এসব উদ্যোগ-পদক্ষেপের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে জাতির এগিয়ে যাওয়ার পথ আরও মসৃণ ও প্রশস্ত হবে।

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগ-পদক্ষেপ যেমন পরম ইতিবাচক দিক তেমনি আতঙ্ক ও দুঃস্বপ্নজনক হলেও বলতে হচ্ছে, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারী দলের সংগঠন, সংগঠনের ছাত্রলীগের সন্ত্রাস, দৌরাত্ম্য ও হানাহানি তেমনি চরম নেতিবাচক দিক। খুন, গুমখুন, টেন্ডারবাজি, কমিশনবাজিসহ এমন কোনো অপরাধমূলক কাজ নেই, যা ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতাকর্মী করছে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে ঢাকার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে এক যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করার যে নজির ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্থাপন করেছে, তা দেশবাসীকে যারপরনেই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আশা করা গিয়েছিল, অতঃপর ছাত্রলীগ কিছুটা হলেও সংযমী হবে এবং তার নেতাকর্মীদের বাহিনী আত্মোপলব্ধি জাগ্রত হবে। এর কিছুই লক্ষ্য করা যায় নি। বরং ছাত্রলীগ যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগ এমন নজির সৃষ্টি করেছে, যাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেও কম বলা হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল আহূত সমাবেশ ও মিছিলে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগ দেখিয়ে দিয়েছে শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় তার বিন্দুমাত্র অনুতাপ-অনুশোচনা নেই। শুধু তাই নয়, ওই দিন পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গুলী চালিয়ে এবং পুলিশ সদস্যদের বারপিট করে চরম ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিতেও দ্বিধা করে নি ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গত শনিবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্য বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধে এক শিও মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছে। আরও কয়েকজন গুলীবিদ্ধ হয়েছে। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থলিপ্সা-বিস্তার এবং বিশেষ করে টেন্ডারবাজি ও নিয়োগ বাণিজ্যের অর্থ ভাগ নিয়ে দু'গ্রুপের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রশ্ন হলো, এরপর ছাত্রলীগ আর কি করতে চায়? উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রাবাসে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে।

এরি সেই ছাত্রলীগ, জাতীয় ইতিহাসে যার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে? আন্দোলন, সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের দিশারী ও অগ্রণী ভূমিকা প্রদানের কথা কারও অজানা নেই। এই সংগঠনের অনেক নেতার পরবর্তীতে জাতীয় নেতা হয়েছেন। জাতীয় বিনির্মাণে অপরিমেয় অবদান রেখেছেন। সেই ছাত্রলীগ এখন কি না করছে! মানুষ খুন করছে, ছিনতাই-চাঁদাবাজি করছে, টেন্ডারবাজি-কমিশনবাজি করছে, শিক্ষকদের পেটাচ্ছে এবং দলীয় সহকর্মীদের পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে না। ছাত্রের প্রধান কাজ অধ্যয়ন এবং এর মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠা করা। ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতাকর্মী এই লক্ষ্য পরিহার করে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জনে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। তারা ছাত্র নামধারী ঘাতক-সন্ত্রাসী ও অপরাধী। তারা কিভাবে ছাত্র থাকে এবং কেমন করে বিভিন্ন অপরাধ করে পার পেয়ে যায়, সেটাই বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব দেশবাসী সরকার ও সরকারী দলের কাছ থেকে জানতে চায়। ছাত্রলীগের এই শ্রেণীর নেতাকর্মীদের ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, কিছু করা যাবে না, এটা কেউই বিশ্বাস করে না। আইনের হাত কেবল দীর্ঘই নয়, অনেক শক্তও বটে। সরকার ইচ্ছা করলেই তাদের খুঁজে বের করে আইনাগলে আনতে পারে। কেন সরকার সেই ইচ্ছাটি করছে না, তার সদুত্তর নেই। ছাত্রলীগের দায় সরকার এড়াতে পারবে বলে মনে করার কারণ নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের যে অবদান-অর্জন মানুষ তা গণনায় আনছে না ছাত্রলীগের নানা অপকর্ম ও অপরাধের কারণে। দেশের মানুষ ছাত্রলীগকে বিষাক্ত সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে মনে করছে। তাদের ক্ষেত্রে অসত্যেরও সীমা-পরিসীমা নেই। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গ্রামবাসীদের হামলা ও অগ্নিসংযোগ কোনো ছোট ঘটনা নয়। এটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এবং নতুন একটা ট্রেন্ডও বটে। এই ট্রেন্ড ছড়িয়ে পড়লে পরিণতি কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। ঘটনা-প্রতিঘটনায় শিক্ষাক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও শিক্ষার ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ ও জাতি। বিষয়টি সরকারকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। ছাত্রলীগের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। যে কোনো মূল্যে ও গতিতায় তাকে রুখতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।